কলকাতার উচ্চ আদালতে

দেওয়ানি আবেদনকারী এখতিয়ার

আবেদনকারীর পক্ষ

বর্তমান:

মাননীয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন

এবং

মাননীয় বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদ

২০২৩ সালের এফএ ৬২

২০২৩ সালের ১ ক্যান

বিক্রম কনস্ট্রাকশনস

বনাম

অনুষ্টুপ কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড

উপস্থিতি :

আপিলকারীর জন্য:

মিঃ সৌরদীপ্ত ব্যানার্জী, আইনজীবী

শ্রীমতী ফাতেমা হাসান, আইনজীবী

উত্তরদাতার জন্য:

মিঃ অসীম কুমার রায়, আইনজীবী

মিঃ অশোক কুমার রায়, আইনজীবী

মিঃ অনির্বাণ রায়, আইনজীবী

রায় শুরু : **২১.১২.২০২৩**

<u>মাননীয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন,</u> : হাইকোর্টের রায়কে আক্রমণ করার সময়, আবেদনকারী তাত্ক্ষণিক আবেদনে উত্থাপিত একটি সমস্যা সম্পর্কে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের আধিক্যে উল্লিখিত আইনের বিধানগুলির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন।

আমরা আবেদনকারীর দ্বারা অনুরোধ করা নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু গুলির মোকাবেলা করার আগে, তাত্ক্ষণিকভাবে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি নিয়ে বর্ণনা করা লাভজনক হবে যা মোকদ্দমার কমবেশি জড়িত।

২০২৩:সিএইচসি–এস:৪৫৩৭৩-ডি বি

আবেদনকারী হল একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠান এবং আবাসন খাতে নির্মাণ ব্যবসার সাথে জড়িত। উত্তরদাতা হল পশ্চিমবঙ্গ হাউজিং সোসাইটি সমবায় আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি আবাসন সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ হাউজিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের কাছ থেকে আবাসন সমিতি স্থাপনের জন্য জমি ক্রয় করে তার প্রতিটি সদস্যকে আবাসিক ইউনিট প্রদান করার উদ্দেশ্যে। এখানে উল্লিখিত বিবেচনার ভিত্তিতে আবাসন সমবায় সমিতির সদস্যদের আবাসিক প্রয়োজন মেটাতে আবাসন কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য আবেদনকারী এবং বিবাদীর মধ্যে ২৫ শে জানুয়ারী, ২০১৭-এ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পরে এর সাথে সম্পর্কিত বিরোধ দেখা দেয় এবং আবেদনকারীর দ্বারা জমা দেওয়া কিছু আর এ বিল অবৈতনিক থেকে যায়। বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে আবেদনকারীর যে ক্ষতি হয়েছে তার সুদ সহ উল্লিখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য মামলাটি করা হয়েছিল।

উত্তরদাতা হাজির হয়েছিলেন এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১ (ঘ) এর অধীনে একটি আবেদন করার জন্য একটি আবেদনপত্র দাখিল করেছিলেন মামলা প্রত্যাখ্যান করার জন্য যেখানে শুধুমাত্র এই কারণ দেখানো হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইনের ধারা ১০২ (১) (ঘ) এবং ১০২ (৪) ধারায় থাকা বিধানের ভিত্তিতে দেওয়ানি মামালাটি আদালতের এখতিয়ারের বাইরে। ট্রায়াল কোর্ট এই কারণে বাদীকে প্রত্যাখ্যান করেছে যে মুহূর্তে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার সংবিধিতে প্রকাশিত বিধান দ্বারা অপসারিত হয়, দেওয়ানি আদালত সেখানে উত্থাপিত বিবাদগুলির বিচার করার জন্য তার এখতিয়ার থেকে বঞ্চিত হয়।

উল্লিখিত আইনের ১০২ ধারায় থাকা বিধানটি বোঝা প্রাসঙ্গিক হবে নিম্নিলিখিত উপায়ে :

"১০২. রেজিস্ট্রারের সামনে দাখিল করা বিরোধ - (১)সমবায় নির্বাচন কমিশন দ্বারা পরিচালিত নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ এবং বেতনভুক্ত কর্মচারীদের তাদের চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ব্যতীত একটি সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়িক বিষয় বা পরিচালনা সম্পর্কিত যেকোন বিরোধ অবশ্যই রেজিস্ট্রারের কাছে নিষ্পত্তির জন্য দায়ের করতে হবে যদি এটি দেখা দেয়-

(ক) সদস্যদের মধ্যে, অতীতের সদস্যদের এবং সদস্য এবং মৃত সদস্যদের মাধ্যমে দাবি করা ব্যক্তি বা তারপর জামিনদারদের মধ্যে: অথবা

(খ) সদস্য, অতীত সদস্য বা একজন সদস্যের মাধ্যমে দাবি করা ব্যক্তির মধ্যে, অতীতের সদস্য বা মৃত সদস্যের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বকারী এবং সমবায় সমিতি, তার বোর্ড বা সমবায় সমিতির কোন কর্মকর্তা, এজেন্ট বা কর্মচারী বা লিকুইডেটর, অতীত বা বর্তমান; বা

(গ) কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা এর বোর্ড এবং অতীতের যে কোন বোর্ড, কোন কর্মকর্তা, এজেন্ট বা কর্মচারী বা কোন অতীত কর্মকর্তা, অতীত এজেন্টের মধ্যে; বা অতীতের কর্মচারী বা সমবায় সমিতির কোনো মৃত কর্মকর্তা বা মৃত কর্মচারীর মনোনীত, উত্তরাধিকারী বা আইনি প্রতিনিধিদের মধ্যে ; বা

(ঘ) দুটি সমবায় সমিতির মধ্যে বা একটি সমবায় সমিতি এবং অন্য একটি সমবায়ের অবসানকারীর মধ্যে বা দুটি ভিন্ন সমবায়ের অবসানকারীর মধ্যে বা সমবায় সমিতির মধ্যে এবং এর সাথে লেনদেন করা ব্যক্তি বা একটি সমবায়ের মধ্যে - অপারেটিভ সোসাইটি এবং এর অর্থায়নকারী ব্যাংক।

(২) উপ-ধারা (১) এ অর্থ পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিরোধ ব্যতীত উল্লিখিত যেকোন বিরোধ যে তারিখে কর্মের কারণ উদ্‌ভূত হবে সেই তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের সামনে দাখিল করা হবে।

(৩) এই ধারায় বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন। রেজিস্ট্রার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কোনো বিরোধ স্বীকার করতে পারেন

উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত সীমাবদ্ধতার সময়কাল, যদি আবেদনকারী এই সীমাবদ্ধতার সময়ের মধ্যে বিরোধ দাখিল না করার জন্য যথেষ্ট কারণ দেখাতে পারেন এবং তাই স্বীকার করা বিবাদ সীমাবদ্ধতার দ্বারা বাধা হবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনও দেওয়ানি আদালত বা কোনও ভোক্তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি ফোরামের কোনও বিরোধের বিচার করার জন্য কোনও এখতিয়ার থাকবে না,

(৫) রেজিস্ট্রারের সামনে দাখিল করার জন্য যেকোন বিরোধকে লিখিতভাবে অভিযোগ বলা হবে এবং এটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ফর্মে দায়ের করা হবে।

এটা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে উল্লিখিত যে , আইনের ধারা ১০২(৪) এর দেওয়ানি আদালতের বা অনুরূপ বিরোধ নিষ্পত্তি ফোরামের এখতিয়ারকে বাদ দেয় বিবাদের বিচার করা থেকে যা উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত আছে। সাধারণত, দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার আছে লেনদেন এবং/অথবা অর্থ পুনরুদ্ধারের বিষয়ে যেকোন বিরোধ নিষ্পত্তি করার, যদি না এই ধরনের এখতিয়ারকে স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় অন্তর্নিহিত দ্বারা বাদ দেওয়া হয়। দেওয়ানী আদালতের সর্বাগ্রে কর্তব্য হল তার এখতিয়ার বজায় রাখা যদি না এটি একটি বৈধ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বা উহ্যভাবে কেড়ে নেওয়া হয়। উল্লিখিত আইনের ধারা ১০২ (৪) এর সরল পাঠের পরে, আমরা কোন অস্পষ্টতা খুঁজে পাই না যে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার কেড়ে নেওয়া হয়েছে যদি

উত্থাপিত বিরোধটি ধারার উপ-ধারা (১) এর আইনের ১০২ পরিধির মধ্যে আসার আগে উত্থাপিত হয়।

উল্লিখিত আইনের ধারা ১০২ (৪) এর অধীনে পরিকল্পিত হিসাবে আদালত বহিষ্কারের এখতিয়ারের পেরিফেরালের উপর তার যাত্রা শুরু করার আগে, উল্লিখিত বহিষ্কারের বিধানের কার্যকর প্রয়োগের জন্য বিরোধের প্রকৃতি বোঝা অপরিহার্য। বিরোধটি উক্ত আইনের ধারা ৪(২৫) এর অধীনে নিম্নলিখিত ধারা ৪ (২৫) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে :

"৪(২৫)" বিরোধ" শব্দের অর্থ হল যেকোন বিষয় দেওয়ানী মামলার বিষয় হতে সক্ষম হবে এবং সমবায় সমিতির কাছে যেকোন অর্থের বিষয়ে একটি দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বিরোধের সংজ্ঞা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, যেকোন বিষয় যা বিচার করতে সক্ষম এবং/অথবা দেওয়ানি আদালতের দ্বারা দেওয়ানি মামলা হিসাবে নির্ধারিত হয় যেখানে "অন্তর্ভুক্ত" শব্দটি ব্যবহার করে সমবায় সমিতির দ্বারা প্রদেয় দাবিতে দিগন্ত প্রসারিত করা হয়।

এফএ ৬২/২০২৩

২০২৩:সি এইচ সি –এস :৪৫৩৭৩-ডি বি

"বিরোধ" শব্দের জন্য নির্ধারিত সংজ্ঞাটি কোন অস্পষ্টতা রাখে না যে দেওয়ানি আদালতের সামনে দেওয়ানী মামলার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে এমন যেকোন বিষয়কে পূর্বোক্ত আইনের অধীনে একটি বিরোধ হিসাবেও গণ্য করা হবে। যাইহোক, এটি একটি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তার দিগন্তকে প্রসারিত করেছে। সংজ্ঞাটি সমবায় সমিতির কাছে বা প্রদেয় যেকোন অর্থের বিষয়ে একটি দাবিকে "রেস ইনটিগ্রা" করে শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার অর্থ এই জাতীয় শব্দকে দেওয়া হবে "যেখানে যেমনভাবে শব্দটি আইনে বলা আছে সেই অনুসারে" এবং আদালতকে এর সাধারণ বা ব্যাকরণগত অর্থ এড়ানো উচিত যদি না কোনও অস্পষ্টটা অথবা অসংগতি দেখা যাই। "বিরোধ" শব্দের জন্য নির্ধারিত সংজ্ঞায় আমরা কোনো অস্পষ্টতা খুঁজে পাই না যে এটি সমবায় সমিতির কাছে বা প্রদেয় অর্থের দাবিকে নিজের মধ্যেই জড়িয়ে রাখে।

আইনের ১০২ ধারা, বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয় নিয়ে উক্ত আইনের অধ্যায় ১১-এ অন্তর্ভুক্ত, বিরোধকে স্পষ্ট করেছে এবং সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসা বা

বিষয়গুলির বাদ দিয়ে এর সীমাবদ্ধ অর্থ প্রদান করেছে। সমবায় সমিতির নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ এবং তার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সমবায় সমিতি কর্তৃক গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আইনের অভিপ্রায়টি ধারা ১০২ থেকে প্রকাশ পায় যে যদিও বিরোধটি ব্যাপক অর্থের এবং সমবায় সমিতির প্রদেয় অর্থ সহ দেওয়ানী মামলায় রায় হতে সক্ষম এমন সমস্ত বিরোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তবে এতে উল্লিখিত বিরোধগুলি হবে এর পরিধির বাইরে।

এফএ ৬২/২০২৩

২০২৩:সি এইচ সি –এস :৪৫৩৭৩-ডি বি

আইনের ১০২ (১) ধারায় থাকা বিধানটির অর্থপূর্ণ পাঠে, এটি স্পষ্ট হয় যে এতে উল্লিখিত বিরোধগুলি ছাড়াও, সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসা বা বিষয় সম্পর্কিত সমস্ত বিরোধ রেজিস্ট্রার দ্বারা বিচার করা হবে প্রকরন (ক) থেকে (ঘ) এর সম্ভাব্য ঘটনা থেকে উদ্‌ভূত হয় এমন ঘটনার দ্বারা ।

আবেদনকারীর দ্বারা যুক্তিটি অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রকরণ (ঘ) এর একটি যুক্তিসঙ্গত অর্থ এবং/অথবা ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং ব্যবসা সম্পর্কিত একটি লেনদেনের সাথে বোঝার জন্য এতে ব্যবহৃত "লেনদেন" শব্দের উপর জোর দিতে হবে, এর সদস্যদের মধ্যে সমবায় সমিতির বিষয় ও ব্যবস্থাপনা এবং তৃতীয় পক্ষের সাথে তার পরিধি প্রসারিত করতে পারে না। অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসা বা কার্যাবলি সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বোঝা যায় এবং "যে কোনো ব্যক্তি" এই শব্দটিকে একটি সীমাবদ্ধ অর্থ বরাদ্দ করতে হবে যাতে একজন ব্যক্তি যিনি সমবায় সমিতির সদস্য বা বরাদ্দকারী নন তিনি সেখানে উপস্থিত "যে কোনো ব্যক্তি" শব্দের সংজ্ঞাটি পূরণ করতে পারেন।

উল্লিখিত আইনের ১০২ (১) ধারার অধীন বিধানগুলি যত্ন সহকারে পড়ার পরে আমরা এই বিষয়ে আপীলকারীদের দ্বারা অগ্রসর হওয়া দাখিলটির মুখোমুখি হতে পারি না। যদিও বিবাদটি "যদি উদ্‌ভূত হয়" অভিব্যক্তির সাথে যোগ্য তবে এই ধরনের বিরোধের অর্থ অবশ্যই সেই আইনের ধারা ২ (২৫) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত করা উচিত। একটি বিরোধের সংজ্ঞাটি সুস্পষ্ট যে এটি সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে বা তার দ্বারা একটি আর্থিক দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাই, অভিব্যক্তি "লেনদেনকারী যে কোনো ব্যক্তি" এই ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা উচিত এবং এই ধরনের

কোন সীমাবদ্ধ অর্থ অভিব্যক্তি আইন প্রণয়ন অভিপ্রায় এবং বস্তু এবং উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করবে যার জন্য সমবায় সমিতি আন্দোলন বিধায়কদের দ্বারা পরিকল্পিত হয়েছিল।

এফএ ৬২/২০২৩

শীর্ষ আদালতের দ্বারা **বিপুলভাই এম. চৌধুরী বনাম গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড এবং ওআরএসে** রিপোর্ট করা হয়েছে (২০১৫) ৮ এস সি সি ১ সমবায় সমিতি সম্পর্কিত সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনগুলিকে বহাল রেখেছে সাংবিধানিক বিধানের কাঠামোর মধ্যে। সর্বোচ্চ আদালত বলেছিল যে সাংবিধানিক বিধানগুলির চার কোণে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলি যে মুহুর্তে তার আইন প্রণয়ন করেছে, আদালতের দায়িত্ব তার আদেশ বহাল রাখা এবং এতে হস্তক্ষেপ কেবলমাত্র অনুভূত হতে পারে যদি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা নিম্নলিখিতগুলির প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তনগুলি সম্পাদন না করে:

"২৪. কোন সন্দেহ নেই, উপরে উল্লিখিত ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আইনগুলিতে অনাস্থা সংক্রান্ত একটি বিধান রয়েছে। এমন পরিস্থিতির কী হবে সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট বিধান নেই? একবার সমবায় সমিতিকে একটি সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করা হলে, একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণতান্ত্রিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হবে। সংবিধানের এর অধীনে বানানো আইন কখন নিরব থাকে না। যদি সংবিধিটি নীরব থাকে বা সংবিধানের অধীন প্রয়োজনীয়তাগুলি অসম্পূর্ণ থাকে, তবে আদালতের জন্য সংশ্লিষ্ট বিধানগুলিকে ভালো ভাবে পাঠ করা হবে এবং সেই অনুযায়ী ঘোষণা করা হবে ধারা ২৪৩- জেড টি পার্ট IX-খ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধিগুলি ফ্রেম/রিফ্রেম করার জন্য এক বছরের সময় দিয়েছে এবং তারপরে অর্থাৎ ১২-১-২০১৩ থেকে কার্যকর, যে বিধানগুলি পার্ট IX-খ এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সেগুলি কাজ করা বন্ধ করে দেয়।

২৬. যেখানে সংবিধান নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উপর একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর ধারণা দিয়েছে, সেখানে আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলি সেই অনুযায়ী সংবিধিগুলিকে ঢালাই করতে বাধ্য হবে।

সাংবিধানিক আদেশ থাকা সত্ত্বেও, সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নকারী সংস্থা যদি সংবিধিতে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তন না করে, তাহলে, সংবিধান অনুযায়ী সংবিধির অর্থ প্রদান করা আদালতের দায়িত্ব। [টি] সুপ্রিম কোর্টের কাজ সংবিধানের অর্থ ব্যাখ্যা করা নয় বরং এর অর্থ প্রদান করা।' রেফারেন্সটি স্পষ্টতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের । ব্যাখ্যার একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, নিঃসন্দেহে, একটি আইনে কিছুই যোগ করা বা নেওয়া উচিত নয়। যাইহোক, যখন একটি অনুমানকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত কারণ থাকে, তখন তা করা আদালতের বাধ্যতামূলক কর্তব্য।

'.... এটি আক্ষরিক নির্মাণের সাধারণ নিয়মের একটি প্রতিফলন যা ন্যায্যতা প্রমাণ করার পর্যাপ্ত ভিত্তি না থাকলে কোনও আইনে কিছুই যোগ করা বা নেওয়া হবে না। অনুমান করা হয় যে আইনসভা এমন কিছু করতে চেয়েছিল যা প্রকাশ করতে বাদ দিয়েছিল।'

থম্পসন (দরিদ্র) বনাম গোল্ড অ্যান্ড কোং (এ সি পৃষ্ঠ ৪২০) তে লর্ড মার্সির মতে

'....... সংসদের একটি আইনে এটি একটি শক্তিশালী জিনিস, যে শব্দগুলি সেখানে নেই, এবং স্পষ্ট প্রয়োজনীয়তার অভাবে এটি করা একটি ভুল কাজ।'

সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে, ঊনবিংশতম সংশোধনীর পর, এটি একটি সুস্পষ্ট বা শক্তিশালী প্রয়োজনীয়তা হয়ে উঠেছে সমবায় সমিতিগুলির সাংবিধানিক আদেশ যা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হবে।

'৪৫.... পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং সময় ও রাজনীতির চাহিদা বিবেচনা করে সাংবিধানিক বিধানগুলিকে ব্যাপকভাবে এবং উদারভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।"

আমরা আইনের ভাইরেজ বা আইনী কল্পকাহিনীর মতবাদ প্রয়োগ করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন নই কারণ আমরা উল্লিখিত বিধানগুলির উদ্দেশ্য বোঝার ক্ষেত্রে কোনও অস্পষ্টতা এবং/অথবা অসঙ্গতি খুঁজে পাই না। তাত্ক্ষণিক আবেদনে একমাত্র প্রশ্ন হল কি যে টাকা আদায়ের জন্য

মামলার বিরুদ্ধে সমবায় হাউজিং সোসাইটি দেওয়ানি আদালতের সামনে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য বা সমবায় সমিতির নিবন্ধকের কাছে গিয়ে প্রতিকার পাওয়া যায় কিনা।

এফএ ৬২/২০২৩

২০২৩:সি এইচ সি –এস :৪৫৩৭৩-ডি বি

অঞ্জন চৌধুরী বনাম আনন্দনীড় কো-অপারেটিভ রেজিস্টার্ড হাউজিং সোসাইটি এবং ওআরএস-এর মধ্যে একটি ভিন্ন পরিস্থিতির ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বিষয়টি উদ্ভূত হয়েছিল। যেখানে এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত আইনের অধীনে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারকে স্পষ্টভাবে অপসারিত করার বিধান নিয়ে সন্দেহ উত্থাপন করে। দেওয়ানি আদালত উক্ত আইনের অধীনে বিরোধের বিচার করতে সক্ষম কিনা তার রেফারেন্সের উত্তর দেওয়ার জন্য বিশেষ বেঞ্চকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যা **এ আই আর ১৯৯০ ক্যাল ৩৮০-এ** উল্লিখিত রায় এর অনুচ্ছেদ ২ থেকে স্পষ্ট হবে:

"২. পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন, ১৯৭৩-এর ধারা ৮৬ (১) এর অধীনে "কো-অপারেটিভ সোসাইটি সংক্রান্ত কোনও বিরোধ" রেজিস্ট্রারের কাছে রেফার করা প্রয়োজন ছিল যদি এর পক্ষগুলি উপ-ধারার ধারা (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ) এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩২ (২) (ঘ) এর অধীনে হয়"তখন কোনও বিরোধের প্রয়োজনে কোন দেওয়ানী আদালতের কোন এখতিয়ার থাকবে না" ধারা ৮৬ এর অধীনে রেজিস্ট্রারের কাছে রেফার করা হবে৷ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, রেফারেন্সের আদেশ অনুসারে, ধারা ৮৬ (১) (ঘ) এর অধীনে রেজিস্ট্রারের কাছে রেফার করা দরকার ছিল এমন বিবাদগুলি কী ছিল এবং সে অনুযায়ী দেওয়ানী আদালতে ন্যায়সঙ্গত ছিল না এবং, বিধিটি সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তির জন্য এই বেঞ্চের কাছে উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তী প্রশ্ন হল যে দেওয়ানী মামলায় জড়িত বিরোধ, এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনের জন্ম দেয়, এইরকম একটি বিরোধ কিনা।

বিশেষ বেঞ্চ একটি অসংশোধিত আইনে উপস্থিত হওয়া স্পষ্ট বিধানটি বিবেচনা করছিল যা উক্ত আইনের ধারা ১০২ (১) এর সাথে কমবেশি সাদৃশ্যপূর্ণ যেখানে "সমবায় সমিতির ব্যবসা বা বিষয় সম্পর্কিত" শব্দটি জড়িত ছিল। বিশেষ বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কোনো বিরোধ যেটি ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত বা সমবায় সমিতির বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত তা দেওয়ানী আদালত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিচার করতে পারে না:

এফএ ৬২/২০২৩

"২২. এটি আমাদের হাতে নিয়ে আসে যেখানে একটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির প্রবর্তক, এটি গঠন এবং নিবন্ধন করার আগে, একটি লিখিতভাবে প্রবেশ করে কিছু জমি ক্রয় করার চুক্তি এবং বিক্রেতার কাছ থেকে কনভেয়েন্স পেতে ব্যর্থ হয়ে, যথাযথভাবে গঠন ও নিবন্ধিত হওয়ার পরে সোসাইটির নামে দেওয়ানী আদালতে এই মামলাটি দায়ের করেন। বাদী এবং চুক্তির দলিল থেকে দেখা যায়, জমিটি সমবায় সমিতির জন্য কেনার জন্য চাওয়া হয়েছিল এবং সদস্যদের অ্যাপার্টমেন্ট বরাদ্দের জন্য সেখানে বাড়ি নির্মাণের প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্য (চুক্তির দলিলের ধারা ২ (সি) দেখুন)। এ ঘটনায় বিরোধ তাই সরাসরি ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত এবং সোসাইটির বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত যা স্পষ্টতই একটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি এবং তাই স্পষ্টতই একটি বিরোধ পুরাতন ধারা ৮৬ (১) এবং নতুন আইনের ৯৫ (১) ধারার অর্থের মধ্যে। বিরোধটি একটি সমবায় সমিতি এবং 'যে কোনো ব্যক্তির মধ্যে একটি' ধারা ৮৬ (১) এর ধারা (ঘ) এবং ৯৫ (১) এর ধারা (ঘ) এর অর্থের মধ্যে সমবায় সমিতির সাথে লেনদেন সত্য যে কোঅপারেটিভ সোসাইটি আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত এবং নিবন্ধিত হয়নি যখন চুক্তিটি প্রবেশ করানো হয়েছিল তখন সমিতির জন্য অযৌক্তিক ছিল যখন ইতিমধ্যে আইনগত অস্তিত্বে এসেছে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নটি স্পষ্টতই সেই সময়ে প্রচলিত বিষয়গুলির উপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে যখন মামলাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মামলাটি, তাই, ১৯৭৩ সালের প্রচলিত আইনের ১৩২ (২) (ঘ) ধারার বিধানের অধীনে দেওয়ানী আদালত দ্বারা গ্রহণ করা যায়নি, যা এখন বর্তমান আইন, ১৯৮৩ এর ধারা ১৩৪ (২) (ঘ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে . নীচের আদালত মামলাটি উপভোগ করার ক্ষেত্রে এবং এটিকে বিবেচনা করে যে এটির এখতিয়ার ছিল এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭, বিধি ১১ এর বিধানের অধীনে বাদী প্রত্যাখ্যান করার জন্য দায়ী নয় এবং আদালতের এখতিয়ার ছিল মামলা নিয়ে এগিয়ে যাও।"

বিশেষ বেঞ্চের **রায় আর /সি বাইস্যাক বনাম নাবা নগরী কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড, (২০১৬) এসসিসি অনলাইন ক্যাল ৪২৬৩-এ** ক্ষেত্রে এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা আরও বিবেচনা করা হয়েছিল যেখানে সিভিল কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল যাতে ঘোষণা করা হয় যে একটি বিল্ডিং নির্মাণের চুক্তিটি বৈধ এবং আইনের চোখে টিকে আছে এবং এটির পক্ষগুলিকে বাধ্যতামূলক সুদের সাথে একসাথে অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আরও প্রার্থনা করা হয় । ডিভিশন বেঞ্চ এর দ্বারা অনুষ্ঠিত:

"২১. এই আইনের ১০২ ধারায় থাকা দণ্ডটি বর্তমান মামলায় আকৃষ্ট হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য তাত্ক্ষণিক মামলার তথ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বিরোধগুলি নিয়ে বিবেচনা করেছেন ।আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি যে বাদী নিজেই বর্ণনা করেছেন বিবাদী নং ১. একটি নিবন্ধিত হাউজিং সমবায় সমিতি । যেহেতু বিধি এবং উপ-আইনগুলি বাদীর সাথে সংযুক্ত ছিল না, তাই মিঃ রায় চৌধুরী, ঠিকই উল্লেখ করেছেন হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি যে ব্যবসার ধরনটি লেনদেন করে তা এই পর্যায়ে আদালত সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করতে পারে না, তবে তারপরও আমরা উল্লিখিত আইনের ধারা ৪ (৩৬) এ থাকা বিধান সম্পর্কে অবজ্ঞা করতে পারি না যা এই বিধান করে যে হাউজিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি মানে একটি সমবায় সমিতি, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল তার সদস্যদের আবাসিক ঘর বা ফ্ল্যাট বা আবাসন ঘর নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদান করা এবং এর সাথে সম্পর্কিত সাধারণ পরিষেবাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং এই ধরনের সমবায় সমিতিগুলির একটি ফেডারেশন অন্তর্ভুক্ত। যখন এই আইনে বলা আছে যে কোন প্রাথমিক বিষয়ের জন্য একটি হাউজিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি গঠন করা যেতে পারে, তখন আমাদের এটা ধরে রাখতে কোন দ্বিধা নেই যে আইনের বিধান অনুযায়ী একটি হাউজিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি গঠন করা যাবে না। আমাদের দৃষ্টিতে হাউজিং কোঅপারেটিভ সোসাইটিস অ্যাক্ট শুধুমাত্র তখনই গঠিত হতে পারে যদি এর প্রাথমিক বস্তুটি উক্ত আইনের ধারা ৪ (৩৬) এ উল্লিখিত প্রাথমিক বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, প্রাথমিক বস্তু ছাড়াও, সমবায় সমিতির অন্যান্য আনুষঙ্গিক এবং/অথবা আনুষঙ্গিক ব্যবসা থাকতে পারে যা উল্লিখিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটি দ্বারা প্রণীত বিধি এবং/অথবা উপ-আইন অনুযায়ী হয় । এইভাবে, উল্লিখিত আইনের ধারা ৪(৩৬) উল্লেখ করে, আমাদের এটা ধরে রাখতে কোন দ্বিধা নেই যে প্রাথমিক উদ্দেশ্য যেটির জন্য হাউজিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি গঠিত হয়েছিল তা এর সদস্যদের আবাসিক বাড়ি এবং/অথবা ফ্ল্যাট সরবরাহ করা এবং উল্লিখিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উল্লিখিত সমবায় সমিতি মামলার সম্পত্তিতে জি+৪ তলা ভবন নির্মাণের অনুমোদন দেওয়ার জন্য বাদীর সাথে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেছে যাতে এই ধরনের ভবনের পরে ফ্ল্যাট নির্মাণ করে এর সদস্যদের বরাদ্দ ফ্ল্যাট দেওয়া যেতে পারে। আমরা, এইভাবে, বিবাদী নং১ এর হাউজিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি হিসাবে প্রাথমিক ব্যবসা এবং/অথবা বিষয়গুলি খুব

ভালভাবে নিশ্চিত করতে পারি উল্লিখিত আইনের ধারা ৪ (৩৬) এ থাকা বিধানের রেফারেন্স অনুসারে।

২২. চুক্তির সমাপ্তি এবং/অথবা মামলার সম্পত্তিতে উল্লিখিত জি+৪ বিল্ডিং নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যাদেশ বাতিলের পরে উক্ত সমবায় সমিতি এবং বাদীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে, আমরা মনে করি যে বিরোধটি অবশ্যই উদ্বেগজনক উক্ত সমবায় সমিতির ব্যবসা এবং এটি সমবায় সমিতির বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। অঞ্জন চৌধুরী বনাম আনন্দনীড় কো-অপারেটিভ রেজিস্টার্ড হাউজিং সোসাইটি, এআইআর ১৯৯০ ক্যাল ৩৮০-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, যেখানে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে এমনকি একটি সমবায় সমিতি এবং তার বিক্রেতার মধ্যে বিরোধ বিক্রয় চুক্তির প্রয়োগের ফলে উদ্‌ভূত হয়েছিল, যখন সমবায় সমিতি প্রাপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল তার সমাধানের জন্য সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রারের কাছে তুলে ধরেছিল নতুন আইনের ধারা ৯৫এর অনুসারে এবং পুরানো আইনের ধারা ৮৬ এর বিধান অনুসারে দেওয়ানী আদালতের সামনে নয় । প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন, ১৯৭৩-এর ধারা ৯৫-এ থাকা বিধানটি পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন, ২০০৬-এর ধারা ১০২-এর বিধানে রয়েছে। তাই আমাদের এটা ধরে রাখতে কোন দ্বিধা নেই যে বাদী এবং সমবায় সমিতির মধ্যে বিরোধ উক্ত সমবায় সমিতির ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত এবং এটি উল্লিখিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত। সমবায় সমিতি ও এ ধরনের বিরোধ পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৪ (২৫) এর অধীনে বিরোধের অর্থের মধ্যে বিরোধ যা রেজিস্ট্রার দ্বারা সমাধান করতে সক্ষম উক্ত আইনের ১০২ ধারার বিধান অনুসারে। আমাদের দৃষ্টিতে, উল্লিখিত আইনের ১০২ (৪) ধারার বিধান অনুসারে দেওয়ানী আদালতের সামনে মামলাটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"

২০২৩:সি এইচ সি –এস :৪৫৩৭৩-ডি বি

উপরোক্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত আইনটি সমবায় সমিতি সম্পর্কিত আইনের নীতিগুলিকে ব্যাখ্যা করে যে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার বহিষ্কারের বিধানটি বাস্তবসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে আইন প্রণেতাদের উদ্দেশ্যকে সমুন্নত রাখা যায় এবং এর একটি সীমাবদ্ধ অর্থ দেওয়া উচিত নয় যা এটির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে হতাশ করবে। বিরোধটি এমন একটি পরিস্থিতিকে ঢেকে রাখে যেখানে অর্থ সমবায়ের কারণে বা সমবায়ের উপর বকেয়া হয় এবং তাই, "যেকোন ব্যক্তি" অভিব্যক্তিটির অর্থ একটি বৃহত্তর অর্থ দেওয়া উচিত যাতে একজন ব্যক্তি সমবায় সমিতির সদস্য কিনা বোঝা যায় যা সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসা বা বিষয় বিবাদ এর সাথে সম্পর্কিত হয় ।

হাউজিং কোঅপারেটিভ সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য হল জমি অধিগ্রহণের পর তার সদস্যদের একটি আবাসিক বাসস্থান প্রদান করা এবং আবাসিক কাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত যে কোনও চুক্তি ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসা বা বিষয়গুলিকে অন্তর্গত করা । সমবায় সমিতির এবং তাই, ধারা ১০২ (৪) এর অধীনে থাকা বিধান এই ধরনের বিরোধের বিচার করার জন্য দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারের উপর একটি নিষেধাজ্ঞা তৈরি করে।

আমরা এইভাবে অপ্রস্তুত আদেশে কোনো দুর্বলতা এবং/অথবা অবৈধতা খুঁজে পাই না।

এইভাবে আপিল খারিজ হয়। এর ফলস্বরূপ, সংযুক্ত আবেদনগুলি সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়। যাইহোক, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, খরচের বিষয়ে কোন আদেশ থাকবে না।

২০২৩:সি এইচ সি –এস :৪৫৩৭৩-ডি বি

এই রায়ের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা সাপেক্ষে পক্ষগুলির কাছে উপলব্ধ করা হবে।

(মাননীয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন,।)

আমি সহমত করি।

(মাননীয় বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদ)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।